জনসম্পৃক্ত সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা

Funded by the European Union

প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারি বিনিয়োগ: স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও করণীয়

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা

তৌফিকুল ইসলাম খান

সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, সিপিডি

২৫ জুন ২০২৩, ঢাকা

সহযোগিতায়

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

Eco-Social Development Organization (ESDO)

কৃতজ্ঞতা

- সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহকারী ত্রিশ জন স্থানীয় যুব নাগরিক, তথ্যদাতা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগণ, জেলা পর্যায়ের সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।
- সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের সার্বিক সহযোগিতার জন্য জনাব মোজাহিদুল ইসলাম নয়ন এবং জনাব অনুপম দাশ-কে বিশেষ ধন্যবাদ।
- সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা, জেলা পর্যায়ের সংলাপ এবং জাতীয় সম্মেলন আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতার জন্য এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ এবং ইকো সোস্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা।
- ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি এবং অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি- কে তাদের সার্বিক দিক নির্দেশনার জন্য কৃতজ্ঞতা।
- সিপিডি'র অন্যান্য সহকর্মী, যারা বিভিন্ন ভাবে এ কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা।
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-কে আর্থিক সহায়তার জন্য ধন্যবাদ।

❑ **গবেষণা সহযোগী:**

- মারফিয়া আলম
- সাইফুদ্দীন খালেদ

পটভূমি

- বাংলাদেশে উন্নয়ন কার্যক্রম মূলত সেবাপ্রদানকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নির্ধারিত ও বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

- এসব জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা প্রয়োজন। একইসাথে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাতে সেখানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সর্বসাধারণের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত হয়।

- স্থানীয় পর্যায়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত। সিপিডি সম্প্রতি গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও এবং নীলফামারী জেলায় স্থানীয় তরুণ নাগরিকদের সম্পৃক্ত করে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার ওপরে স্থানীয় প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণে তিনটি সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করেছে।

- নির্ধারিত জরিপ ফরম ও চেকলিস্ট ব্যবহার করে **শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজের** মোট **৪০৮ জনের** নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

পটভূমি

- সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিদ্যমান বাস্তবতা, এ বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন অঙ্গীকার, পরিবর্তিত বাস্তবতায় চলমান শিক্ষা কার্যক্রম কীভাবে চলছে, প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষার মান, শিক্ষা অবকাঠামো এবং ব্যবস্থাপনায় জনসম্পৃক্ততা বিষয়ে অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও উন্নয়ন সুযোগ চিহ্নিত করা এবং তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও অংশীজনের গোচরে আনার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সামাজিক নিরীক্ষা উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে।

গাইবান্ধা (সুন্দরগঞ্জ উপজেলা) | ঠাকুরগাঁও (ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা) | নীলফামারী (ডিমলা উপজেলা)

তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রতিষ্ঠান ও তথ্যপ্রদানকারী বিন্যাস	
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০ জন
শিক্ষক/শিক্ষিকা	৬০ জন
শিক্ষার্থী	১৫০ জন
অভিভাবক	৬০ জন
বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	৬০ জন
শিক্ষা প্রশাসনের সাথে যুক্ত কর্মকর্তা	৯ জন
শিক্ষা গবেষক/শিক্ষানুরাগী	৬ জন
বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি	৯ জন
নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি	১৫ জন
সাংবাদিক	৯ জন
সর্বমোট	**৪০৮ জন**

পটভূমি

- জরিপকৃত এলাকার বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ফলাফল নিয়ে প্রতিটি জেলায় একটি করে সংলাপের আয়োজন করা হয়।
- সংলাপে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি, অগ্রগতি, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় এবং সম্ভাবনা ও করণীয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলেন অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং শিক্ষা প্রশাসনে নিয়োজিত **প্রায় ৬০০ জন** ব্যক্তি।

গাইবান্ধা সংলাপ

- এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমে **প্রায় ৪৬ হাজার** মানুষ এ আলোচনা দেখেছেন এবং কেউ কেউ এ বিষয়ে তাঁদের মন্তব্য ও সুপারিশ প্রদান করেছেন।

ঠাকুরগাঁও সংলাপ

নীলফামারী সংলাপ

জাতীয় বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

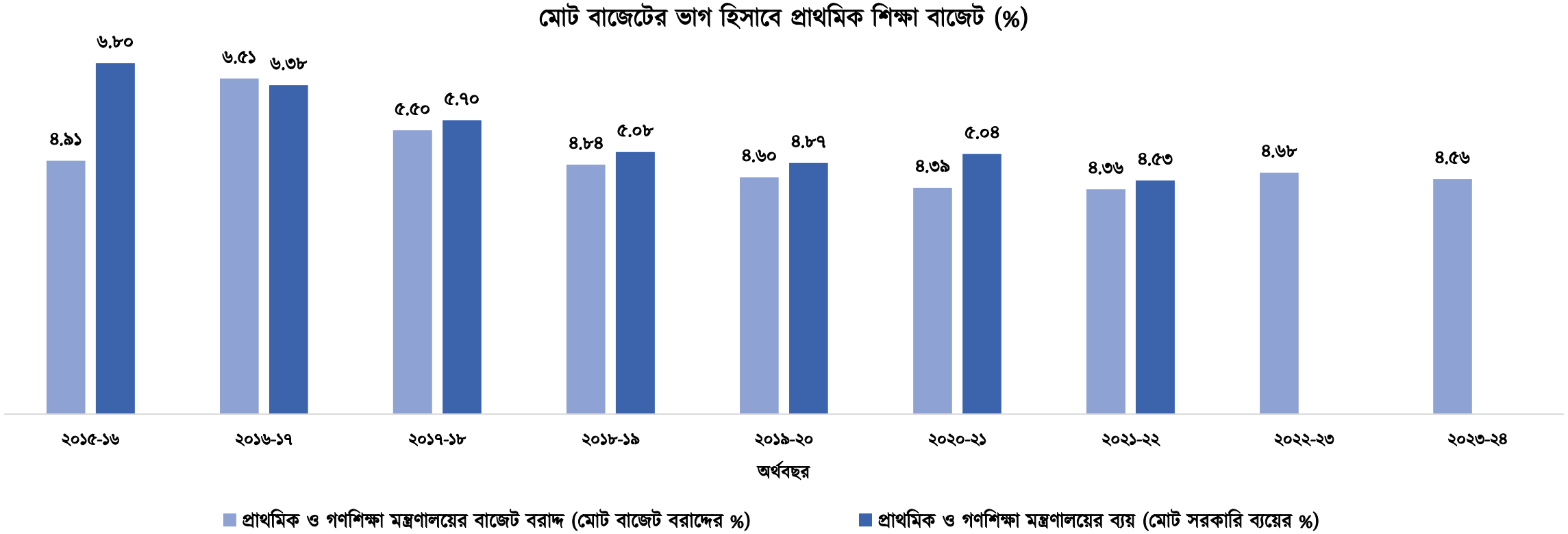

- মোট বাজেট বরাদ্দের একটি অংশ হিসাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬.৫১ শতাংশ থেকে কমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪.৫৬ শতাংশ হয়েছে।

- মোট সরকারি ব্যয়ের একটি অংশ হিসাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যয় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬.৩৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪.৫৩ শতাংশ হয়েছে।

জাতীয় বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

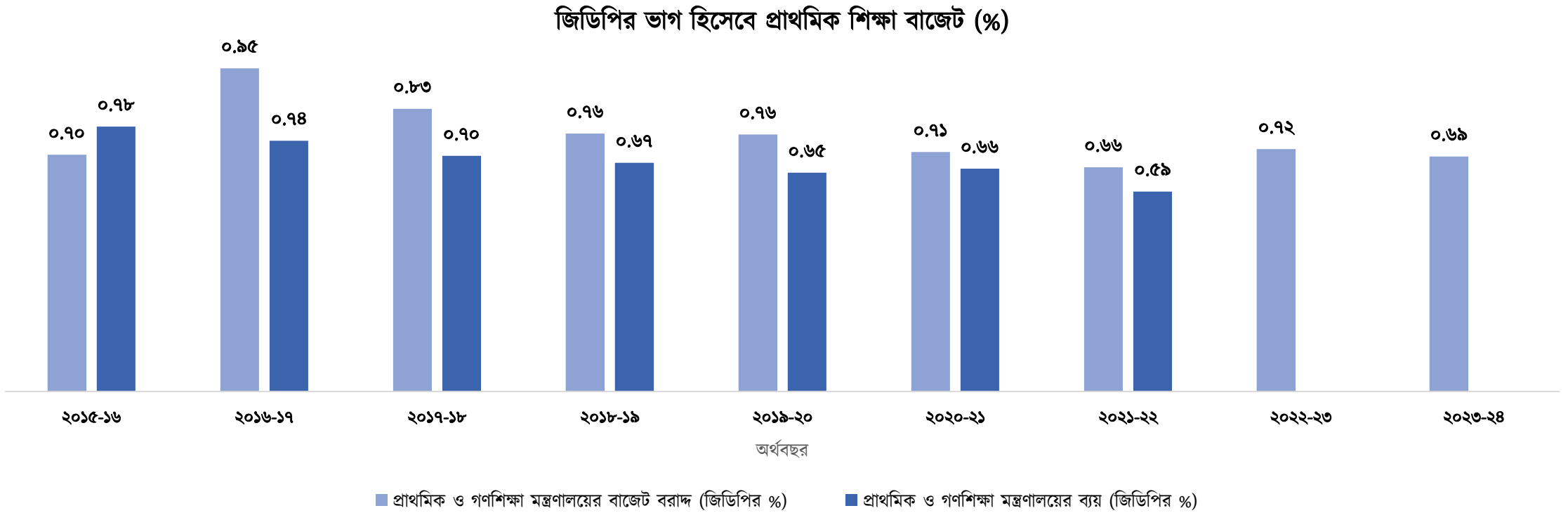

- জিডিপির অংশ হিসাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ২০১৬-১৭ অর্থবছর (০.৯৫ শতাংশ) থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (০.৬৯ শতাংশ) কমে গেছে।

- জিডিপির অংশ হিসাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যয় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের (০.৭৪ শতাংশ) তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে (০.৫৯ শতাংশ) হ্রাস পেয়েছে।

জাতীয় বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

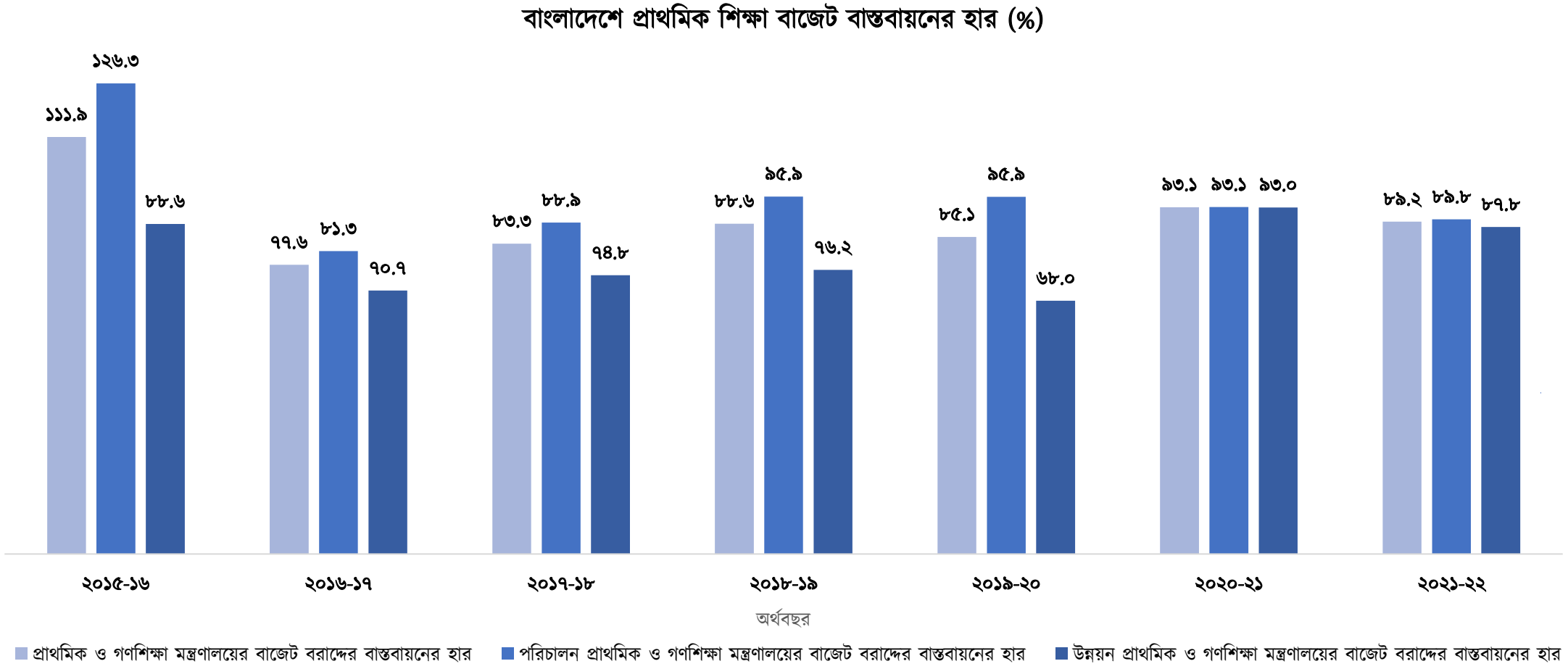

- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেট বাস্তবায়নের হার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রায় ৯০ শতাংশের কাছাকাছি, যা মোট বাজেট বাস্তবায়নের হারের চাইতে বেশি।

জাতীয় গড়ের তুলনায় জরিপকৃত জেলার অবস্থান

- দরিদ্রতার হার গাইবান্ধা জেলায় জাতীয় হারের প্রায় দ্বিগুণ। ঠাকুরগাঁও জেলায় জাতীয় হারের চেয়ে কম হলেও নীলফামারী জেলায় দরিদ্রতার হার জাতীয় হারের চেয়ে প্রায় ৮ শতাংক বেশি।

- জরিপকৃত জেলা গুলোর মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ঠাকুরগাঁও জেলায় জাতীয় হারের তুলনায় বেশি হলেও গাইবান্ধা ও নীলফামারী জেলার ক্ষেত্রে জাতীয় হারের চেয়ে কম।

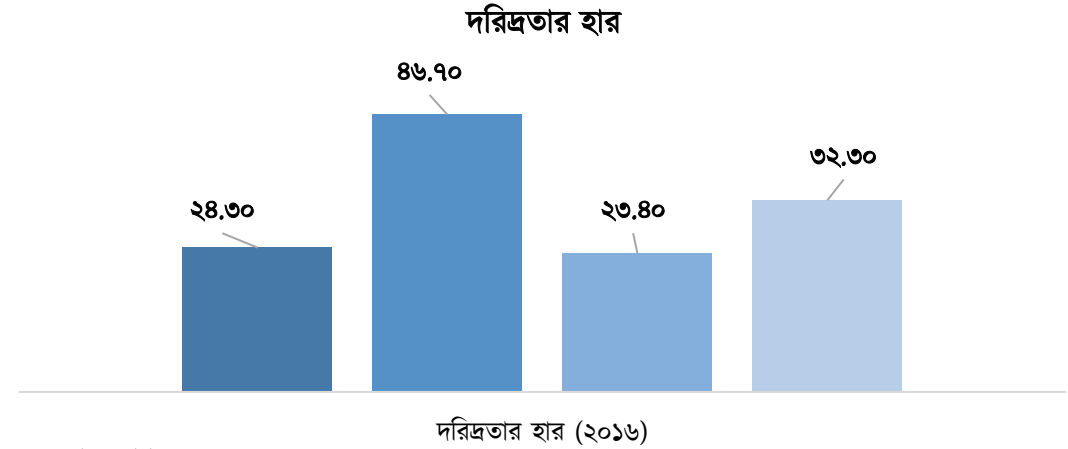

সুত্রঃ এইচআইইএস (২০১৬)

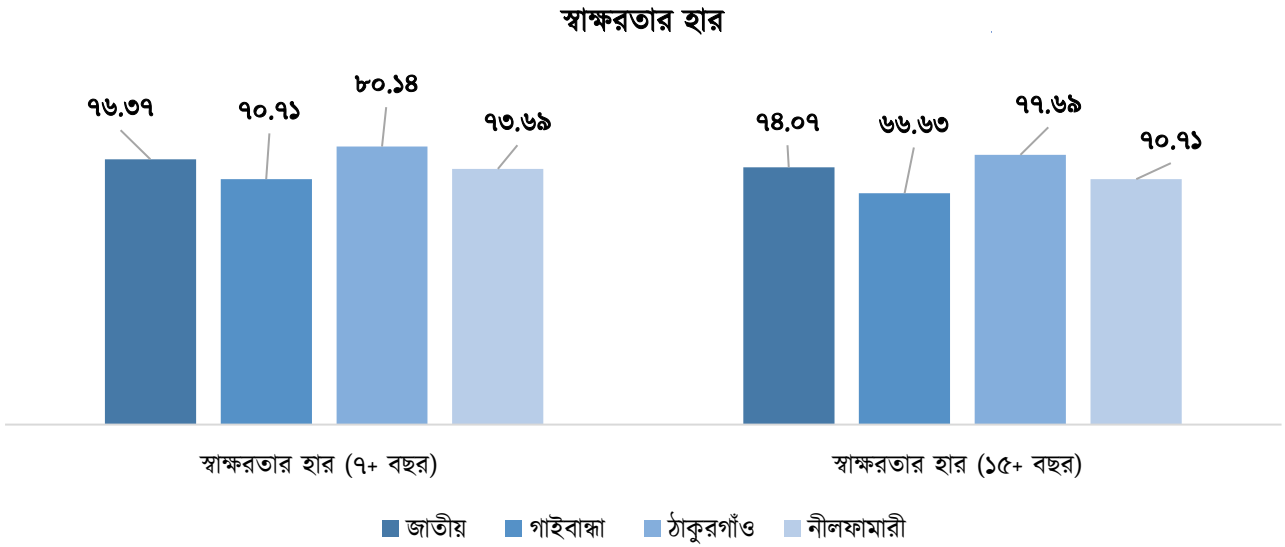

সুত্রঃ বাংলাদেশ স্যম্পল ভাইটাল স্টাটিস্টিক্স (২০২১)

জাতীয় গড়ের তুলনায় জরিপকৃত জেলার অবস্থান

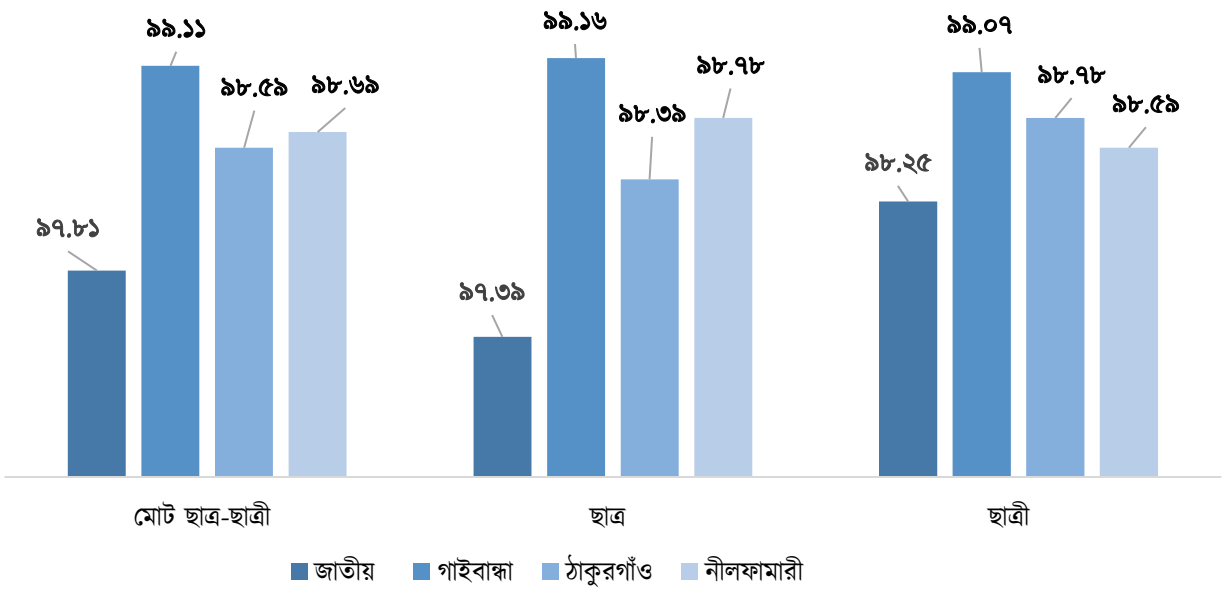

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নীট ভর্তির হার (২০২০)

সুত্রঃ বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি (২০২০)

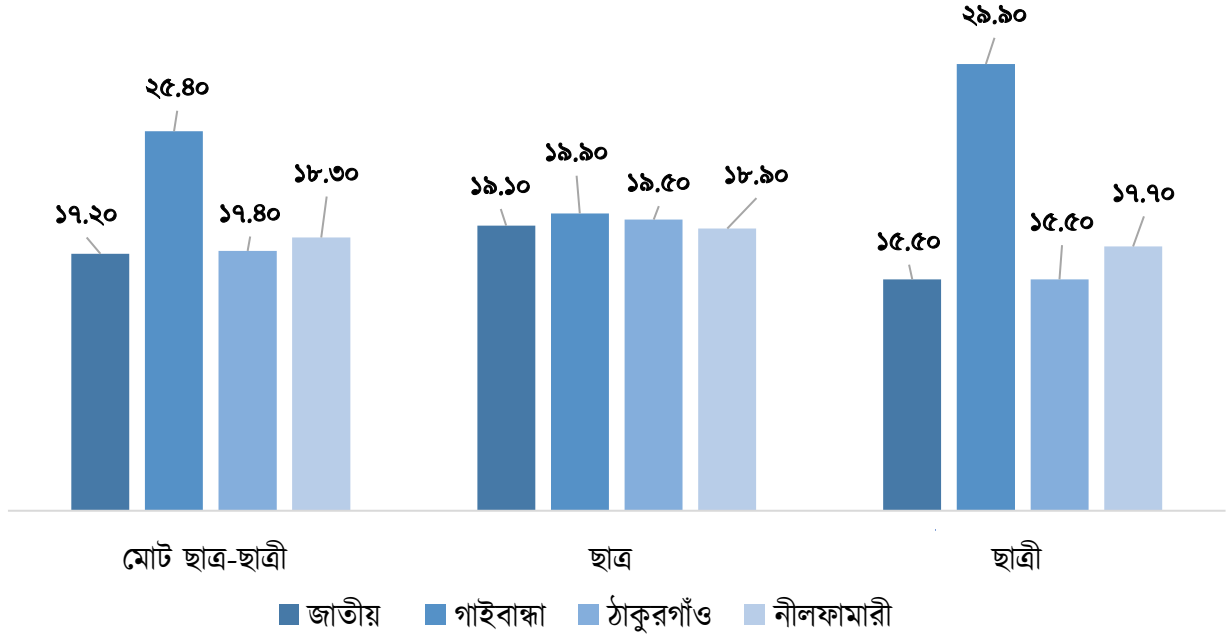

ঝরে পড়ার হার (২০২০)

সুত্রঃ বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি (২০২০)

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নীট তালিকাভুক্তির হারের দিক দিয়ে জরিপকৃত জেলা গুলোর মধ্যে গাইবান্ধা জেলার অবস্থা সবচেয়ে ভালো এবং তিন জেলাতেই নীট তালিকাভুক্তির হার জাতীয় হারের তুলনায় ভালো অবস্থানে রয়েছে।
- ঝরে পড়ার হারও জাতীয় হারের তুলনায় জরিপকৃত তিন জেলাতেই বেশি রয়েছে । তবে এক্ষেত্রে গাইবান্ধা জেলার ঝরে পড়ার হার বাকি দুই জেলার চেয়ে উল্লেখযোগ্য হারে বেশি।

জাতীয় গড়ের তুলনায় জরিপকৃত জেলার অবস্থান

- বাল্য বিবাহের হার ঠাকুরগাঁও এবং নীলফামারী জেলায় জাতীয় হারের কাছাকাছি হলেও গাইবান্ধা জেলায় এই হার জাতীয় হারের চেয়ে প্রায় ১১ শতাংক বেশি।

- ইন্টারনেট ব্যাবহারের দিক দিয়ে জরিপকৃত তিন জেলা জাতীয় পরিসংখ্যানের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। ঠাকুরগাঁও জেলায় জাতীয় হারের চেয়ে প্রায় ১৩ শতাংক কম এবং গাইবান্ধা ও নীলফামারী জেলায় জাতীয় হারের চেয়ে যথাক্রমে ১৯ শতাংক ও ২১ শতাংক কম।

- নিরাপদ খাবার পানীয়ের দিক দিয়ে জরিপকৃত জেলা সমূহের পরিসংখ্যান জাতীয় পরিসংখ্যানের তুলনায় ভালো হলেও জরিপকৃত তিন জেলাতেই এক-তৃতীয়াংশের অধিক জনসংখ্যা এখনও নিরাপদ স্যানিটেশনের আওতায় আসেনি।

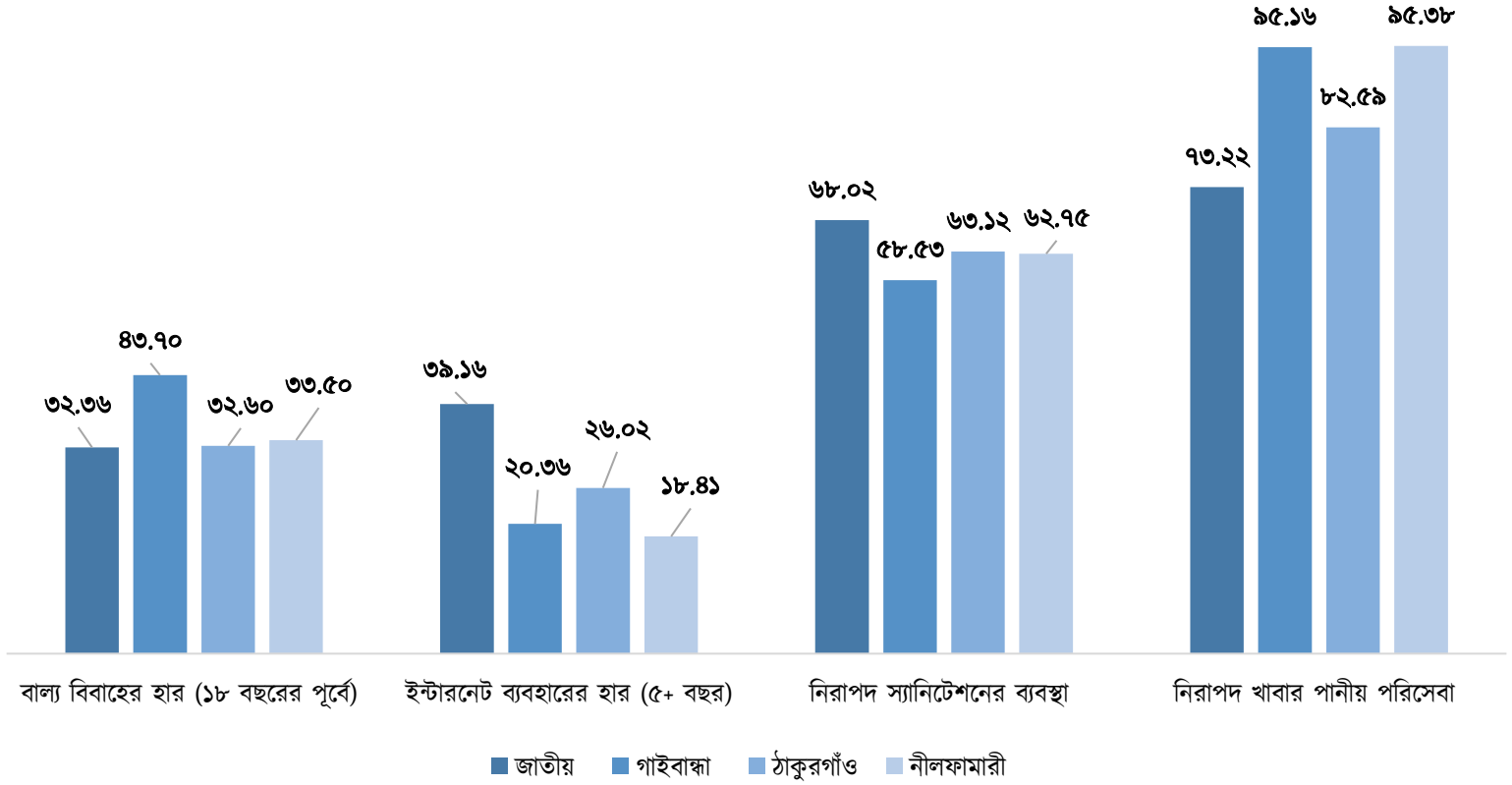

সুত্রঃ বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্টাটিস্টিক্স (২০২১)

সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত প্রাপ্ত ফলাফল

১. শিক্ষা অবকাঠামো ও জনবল
২. শিক্ষাক্রম ও পাঠদান প্রক্রিয়া
৩. শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া
৪. ব্যবস্থাপনা কমিটি
৫. আর্থিক বরাদ্দ

শিক্ষা অবকাঠামো ও জনবল

❑ **প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বিবেচনায় নিয়ে ক্রমান্বয়ে যথাযথ সুযোগ-সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা দরকার।**

- জরিপকৃত ৩০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে **১৪টি বিদ্যালয়ে ৫ টির কম শ্রেণীকক্ষ** রয়েছে। ৮টি বিদ্যালয়ে ৫টির বেশি শ্রেণীকক্ষ রয়েছে এবং বাকি ৮টি বিদ্যালয়ে ৫টি করে শ্রেণীকক্ষ রয়েছে।
- জরিপকৃত প্রায় সকল বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ রয়েছে এবং শ্রেণীকক্ষসমূহে ফ্যান চালানোর ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা অপর্যাপ্ত এবং বিদ্যুৎ চলে গেলে বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই।
- বিদ্যালয়সমূহে বিদ্যুৎ সংযোগ ও সরবরাহ এবং আলো-বাতাসের ব্যবস্থাকে অধিকাংশ উত্তরদাতা সন্তোষজনক বললেও অনেক বিদ্যালয়ে সরঞ্জাম (বেঞ্চ, টেবিল) সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে এখনও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা নেই, ফলে শিক্ষকদের খালি গলায় কথা বলতে হয় যা শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের মধ্যে অনেক সময় কার্যকর যোগাযোগ তৈরি করতে পারে না।

শিক্ষা অবকাঠামো ও জনবল

❑ প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানো এবং প্রতিটি শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা দরকার।

- প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিশেষায়িত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া এবং শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা দরকার।
- দুই শিফটে ক্লাস নিতে হওয়ায় শিক্ষকদের অনেক বেশি ক্লাস নিতে হয়; ফলে শিক্ষার্থীদের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া এবং মানসম্পন্ন পাঠদান সম্ভব হয় না বলে জানিয়েছেন উত্তরদাতা শিক্ষকগণ।
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনতে হবে। জরিপকৃত বিদ্যালয়সমূহে **শিক্ষকের গড় সংখ্যা ৬ জন** এবং **শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ১:২৯**।
- শিক্ষকের সংখ্যা কম হওয়ায় অনেক বিদ্যালয়ে কোন শিক্ষক বদলি হলে বা অনুপস্থিত থাকলে অথবা অসুস্থ হলে বিকল্প কোন শিক্ষক না থাকায় সেই ক্লাসগুলো নেওয়া সম্ভব হয় না।
- সাম্প্রতিক সময়গুলোতে জাতীয়ভাবেই শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হচ্ছে না। এ কার্যক্রম দ্রুত আরও বৃহৎ পরিসরে চালু করা দরকার। বিশেষত নতুন কারিকুলাম বিবেচনায় এর গুরুত্ব আরও বেশি।

শিক্ষা অবকাঠামো ও জনবল

- **প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন অফিস সহায়ক/হিসাবরক্ষক এবং একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী/দপ্তরী নিয়োগ দেবার জন্য জনবল কাঠামো পরিবর্তন করা দরকার।**

  - জরিপকৃত বিদ্যালয় সমূহে কোন অফিস সহকারি না থাকায় প্রধান শিক্ষকের ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ থাকায় পাঠদান এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যথাযথ পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয় না।
  - পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে আলাদা জনবল নিয়োগ দেওয়া দরকার। যাতে বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা এবং বাথরুম সময়মত পরিষ্কার করা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যা দূর করা সম্ভব হয়।
  - প্রধান শিক্ষকের বিদ্যালয়ে কার্যকর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সরকারি বাড়তি কাজের চাপ কমানো দরকার বলে মনে করেন সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা।
  - সার্বিকভাবে প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে বিদ্যালয়ে সার্বিক কার্যক্রম উন্নয়নে এবং শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে সবচাইতে কার্যকর নিয়ামক বলে অনেক অংশীজন অভিমত দিয়েছেন।

শিক্ষা অবকাঠামো ও জনবল

❑ **পাঠ্যক্রম বহির্ভূত সহশিক্ষা কার্যক্রমের জন্য আলাদা দায়িত্বপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক/ইন্সট্রাক্টর নিয়োগ দেওয়া এবং সহশিক্ষা কার্যক্রমে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের পরিসর বাড়ানো প্রয়োজন।**

- অধিকাংশ উত্তরদাতা বলেছেন শিক্ষা বহির্ভূত কার্যক্রমের নিয়মিত চর্চা (যেমন- খেলাধুলা, শিল্পচর্চা, বই পড়া ইত্যাদি) শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে, নতুন নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ করে দেয়, নেতৃত্বগুণ তৈরি করে, আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি করে, এবং বিশেষ সৃজনশীল কার্যক্রমে উৎসাহিত করে।
- জরিপকৃত বিদ্যালয়সমূহে সংশ্লিষ্ট পাঠ্যক্রম বহির্ভূত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন শিক্ষক/ইন্সট্রাক্টর নেই বলে জানিয়েছেন প্রায় চার-পঞ্চমাংশ বিদ্যালয়ে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বয়ঃসন্ধিকালীন নানা জটিলতার সম্মুখীন হয় বলে জানিয়েছেন অনেক অংশীজন।
- চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বয়ঃসন্ধিকালীন কাউন্সিলিং এবং স্কাউটিং কার্যক্রম নিশ্চিত করা দরকার।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে জাতীয় দিবসগুলো যথাযথ ভাবে পালন হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা উচিৎ।

শিক্ষা অবকাঠামো ও জনবল

- **প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ ও নিয়মিত ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে কম্পিউটার ও ডিজিটাল শিক্ষা বিষয়ে দক্ষ করতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।**

  - অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনও প্রয়োজনীয় ইন্টারনেট সুবিধা নেই বলে জানিয়েছেন ৪৬ শতাংশ উত্তরদাতা। বেশকিছু বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবস্থা নেই। কিছু বিদ্যালয়ে এখনও কোন ল্যাপটপ নেই।
  - কোন কোন অংশীজন ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের গুনগত মান ভালো নয় বলে জানিয়েছেন।
  - অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র বিশেষ দিবসে মাল্টিমিডিয়া এবং বিদ্যালয়ের দাপ্তরিক কাজেই মূলত ল্যাপটপের ব্যবহার হয়।
  - দক্ষ জনবলের অভাবে ল্যাপটপ এবং প্রজেক্টরের নিয়মিত ব্যবহার না হওয়ায় নষ্ট পড়ে থাকে। অনেক শিক্ষকের এ বিষয়ে জ্ঞান নেই বলে শ্রেণীকক্ষে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারেন না।
  - এ ধরনের সরঞ্জাম মেরামতের প্রয়োজন হলে তার জন্য কোন বরাদ্দ না থাকার কথা কোন কোন বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বলেছেন।

শিক্ষা অবকাঠামো ও জনবল

❑ জরুরী ভিত্তিতে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা প্রয়োজন।

- সরকারের ধারাবাহিকভাবে প্রাচীর নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলেও জরিপকৃত বিদ্যালয়ের অধিকাংশে প্রাচীর এখনও নেই।
- অনেক বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর না থাকায় বয়সে ছোট শিক্ষার্থীরা সহজেই দৌড়ে রাস্তায় চলে যায়। সীমানা প্রাচীর না থাকা সম্ভাব্য দুর্ঘটনা কারণে শিক্ষক এবং অভিভাবকদের জন্য বাড়তি দুশ্চিন্তার কারণ বলে জানিয়েছেন অংশীজনেরা।
- এখানে উল্লেখ্য ১৯৭৩ সালের জারিকৃত সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা বিধিমালায় প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য ন্যুনতম ৩০ শতাংশ জমি থাকার শর্ত ছিল। বর্তমানে মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য ন্যূনতম ৮ শতাংশ, পৌর এলাকার জন্য ১২ শতাংশ এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ৩০ শতাংশ জমি মাঠের জন্য থাকার শর্ত রয়েছে কিন্তু বাস্তবে যে মাঠ রয়েছে তা উপরোক্ত শর্ত পূরণ করে না।
- প্রাচীর না থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ের জমি দখল হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

শিক্ষা অবকাঠামো ও জনবল

❑ **প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছাত্র এবং ছাত্রীর জন্য পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা করা এবং মানসম্মত স্যানিটেশন নিশ্চিত করা দরকার।**

- জরিপকৃত বিদ্যালয়সমূহে বাথরুমের গড় সংখ্যা ২.৬ টি। ছাত্র ও ছাত্রীর জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা নেই বলে জানিয়েছেন প্রায় ২৫ শতাংশ অংশীজন। টয়লেট স্বল্পতার কারণে বিরতির সময় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় বলে জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকলে অনেক ছাত্রী টয়লেট ব্যবহার করতে সংকোচ বোধ করে এবং এতে তারা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয় বলে জানিয়েছেন অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা।
- টয়লেটের ব্যবহার উপযোগিতা সম্পর্কে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন অনেকেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে টয়লেট নিয়মিত পরিস্কার করা হয় না এবং উপকরণের স্বল্পতা রয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তরদাতারা।
- অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাথরুম কম বয়সী শিক্ষার্থীদের ব্যবহার উপযোগী নয় বলে জানিয়েছেন উত্তরদাতারা।
- জরিপকৃত প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে সুপেয় পানি পান ও হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রয়েছে যদিও এখনও শতভাগ বিদ্যালয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ ও পৃথক ব্যবস্থা নেই।
- যে সকল বিদ্যালয়ে পানি পানের জন্য আলাদা ট্যাপের ব্যবস্থা নেই সেখানে বয়সে ছোট শিক্ষার্থীদের জন্য সরাসরি নলকূপ থেকে পানি পান করা কঠিন হয় বলে জানিয়েছেন উত্তরদাতারা।

শিক্ষা অবকাঠামো ও জনবল

- **প্রতিটি বিদ্যালয়ে ক্রমান্বয়ে পৃথক কক্ষে গ্রন্থাগার এবং কমনরুমের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে বই বা অনুদান সংগ্রহ করা যেতে পারে। বই পড়াকে নিয়মিত সহশিক্ষা কার্যক্রম হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।**

  - জরিপকৃত বিদ্যালয়সমূহে মধ্যে প্রায় ২২টি বিদ্যালয়ে (৩০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে) কোনো ধরনের গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা নেই অথচ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৫০০ বই সংবলিত একটি গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা থাকাটা বাঞ্ছনীয়। যেখানে গ্রন্থাগার রয়েছে সেখানে আলাদা কোন কক্ষের ব্যবস্থা নেই। নির্দিষ্ট জনবল না থাকায় যেখানে গ্রন্থাগার রয়েছে, সেখানে যথাযথ ব্যবস্থাপনা নেই।
  - জরিপকৃত কোন বিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা ভাবে কমনরুমের ব্যবস্থা নেই। ফলে শিক্ষার্থীদের জন্য কোন ইনডোর খেলার ব্যবস্থাপনা নেই বিদ্যালয়ে।

- **প্রতিটি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ সারাবছর ব্যবহার উপযোগী খেলার মাঠের ব্যবস্থা করা দরকার।**

  - জরিপকৃত অধিকাংশ বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ থাকলেও প্রায় ১০ শতাংশ উত্তরদাতা বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ নেই বলে জানিয়েছেন।
  - প্রকৃতপক্ষে উত্তরদাতাদের অনেকেই জানিয়েছেন তাদের নিজ নিজ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে খেলার মাঠের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু তারা বিদ্যালয়ের আশেপাশে কোন মাঠে খেলাধুলা করে।
  - বিদ্যমান খেলার মাঠ বর্ষাকালে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায় বলে জানিয়েছেন অধিকাংশ অংশীজন।
  - শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত ক্রীড়া সামগ্রী নেই বলে জানিয়েছেন অংশীজনেরা।

শিক্ষা অবকাঠামো ও জনবল

❑সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার।

- বার্ষিক ‘প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি ২০২২’ এ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সারাদেশে ২০২২ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৯,৬৩৫ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে।
- জরিপকৃত ৩০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৭টি বিদ্যালয়ে এখনও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় ঢালু পথের (র‍্যাম্প) ব্যবস্থা নেই। প্রতিবন্ধীবান্ধব শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে এটি একটি বড় ধরনের অন্তরায়।
- যেসকল বিদ্যালয়ে র‍্যাম্পের ব্যবস্থা আছে সেখানেও অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় তলা বা তার উপরে উঠার কোন ব্যবস্থা নেই।
- কোন বিদ্যালয়েই প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ শিক্ষক এবং উপকরণ নেই।

শিক্ষাক্রম ও পাঠদান প্রক্রিয়া

- **দরিদ্র এবং অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা কোভিডকালে প্রায় দুই বছর বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় শিক্ষা কার্যক্রমে পিছিয়ে গেছে। কোভিড সময়কালীন শিখন ক্ষতি পুষিয়ে নিতে অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিশেষ আর্থিক ভাতার ব্যবস্থা করা উচিৎ।**
  - কোভিড সময়কালে শিখন ক্ষতি বিবেচনায় আনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত প্রান্তিক ও অসুবিধাগ্রস্ত পরিবারের সন্তানদের ক্ষতির পরিমাণ বেশি। কিন্তু এখনও বিদ্যালয় পর্যায়ে বিশেষ কোন কার্যক্রম নেই।
  - জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর প্রাথমিক শিক্ষায় কোভিডের কারণে শিখন ক্ষতির ওপর পরিচালিত ২০২৩ সালে প্রকাশিত গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য মতে কোভিড সময়কালীন চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৭০.২ শতাংশ টিভি ক্লাসে, ৭৬.৫ শতাংশ স্মার্টফোন ক্লাসে এবং ৮৪.২ শতাংশ রেডিও ক্লাসে কখনও অংশগ্রহণ করেনি। গবেষণায় আরো উঠে এসেছে মাত্র ৪৭.৮ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরিবারে স্মার্টফোন আছে।
  - বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং ইউনিসেফের সমন্বিতভাবে পরিচালিত ২০২১ সালের 'বাংলাদেশের শিশু শিক্ষা জরিপ' এর তথ্যমতে প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে থাকা শিশুদের হার ২০১৯ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৫.৪০ শতাংশ হয়েছে। গবেষণায় আরো উঠে এসেছে যে সকল শিশুদের মা নিরক্ষর তাদের প্রতি ৪ জনে ১ জন শিশু স্কুল বিমুখ হয়েছে যে সংখ্যা শিক্ষিত মায়ের সন্তানদের ক্ষেত্রে প্রতি ১০ জনে ১ জন।
  - প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং ইউনিসেফের সমন্বিত গবেষণা (২০২২) এর তথ্যমতে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী বাংলায় এবং মাত্র ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী গণিতে তাদের পর্যায়ের দক্ষতা (২০১৭ সালের তুলনায়) দেখাতে সক্ষম হয়েছে।
  - এই সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্গত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়েই একই ধরনের চিত্র ফুটে উঠেছে।
  - কোভিড পরবর্তী সময়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষার্থীরাও নতুন শ্রেণীতে শিক্ষা লাভে অসুবিধার মুখোমুখি হচ্ছে।
  - এ শিখন ক্ষতিকে সঠিক সময়ে মোকাবিলা না করতে পারলে, এটি একটি চিরস্থায়ী ঘাটতি রেখে যাবে।
  - এক্ষেত্রে দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শিক্ষকদের সরকারিভাবে যথাযথ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠদান প্রক্রিয়া

❑ **পাঠদানের পদ্ধতি, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে কার্যকর শিখন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং মূল্যায়ন সাপেক্ষে শিখন কার্যকারিতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।**

- জরিপকৃত বিদ্যালয় সমূহে এক-তৃতীয়াংশের বেশি শিক্ষার্থী প্রাইভেট টিউটরের নিকট পড়ে বলে জানিয়েছেন উত্তরদাতারা।
- প্রাইভেট টিউটরের নিকট পাঠ না নিলে শিক্ষার্থীরা অপ্রত্যাশিত বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে পড়ে বলে জানিয়েছেন উত্তরদাতারা। প্রাইভেট টিউটরের নিকট না পড়লে একজন শিক্ষার্থী ফেল করবে এমন প্রশ্নের সাথে একমত পোষণ করেছেন প্রায় একতৃতীয়াংশ উত্তরদাতা।
- ইংরেজি এবং গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিশেষ দুর্বলতার কথা বলেছেন অধিকাংশ উত্তরদাতা।

শিক্ষাক্রম ও পাঠদান প্রক্রিয়া

❑ **একীভূত শিক্ষার মাধ্যমে বৈষম্যহীন ও সমতাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার।**

- শিক্ষা কারিকুলাম, পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষা কার্যক্রমের সময় এবং শিখন অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য স্বল্প সময়ে বারবার পরিবর্তন হচ্ছে। একটি পরিবর্তন ঠিকমতো বাস্তবায়নের পূর্বেই আবার পরিবর্তন করা হচ্ছে। ফলে বাস্তবায়িত সংস্কারের ফল সঠিকভাবে পাওয়া যাচ্ছে না।
- আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এখনও সীমিত। এ বিষয়ে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ প্রয়োজন, যেমন- সকল ভাষায় বই সরবরাহ, দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি।
- অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনো আচরণগত বৈষম্য বিরাজমান বলে জানিয়েছেন কেউ কেউ। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ে ও স্থানীয় প্রশাসন পর্যায়ে শূন্য সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করতে হবে।
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনও সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ বিশেষ করে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী, দলিত, প্রতিবন্ধী ও হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষের অংশগ্রহণ যথাযথভাবে হচ্ছে না।
- সমাজে বিদ্যমান নানারকম ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক ধারনা ও দৃষ্টিভঙ্গির কারনে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ এখনও সকল শিশুকে সমান দৃষ্টিতে দেখার ক্ষেত্রে ভিন্নতা করে থাকেন।
- শিক্ষা কার্যক্রমকে সকল পর্যায়ে একীভূতকরণে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কার করতে হবে। যাতে দেশের সকল শিশু একই প্রক্রিয়ায় একই ব্যবস্থা ও পরিবেশে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।
- কোন কোন অংশীজন প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়েই (চতুর্থ/পঞ্চম শ্রেণীতে) কারিগরী শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করতে বলেছেন। একই ভাবে কেউ কেউ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার গড়ে তুলে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহ প্রদানের কথা বলেছেন।

শিখন অগ্রগতি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

❑ **শিক্ষার্থীদের বিষয় ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।**

- জরিপকৃত বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য অনেকাংশেই বার্ষিক পরীক্ষার উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে পরীক্ষায় পাশ না করলেও অনেকসময় পরবর্তী ক্লাসে উঠিয়ে দেওয়া হয় বলেছেন অনেক উত্তরদাতা। বিশেষত কোভিডকালীন সময়ে এটা করতে হয়েছে।
- পরীক্ষা নির্ভর মূল্যায়ন ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে এখনও নকল করা ও দেখে লেখার প্রবণতা রয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জরিপ উত্তরদাতা।
- মূল্যায়ন সাপেক্ষে যারা পিছিয়ে পড়া বা যাদের শিখন ক্ষমতা ধীরগতির তাদের জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয় সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো দিক-নির্দেশনা নেই বলে জানিয়েছেন অংশীজনেরা।
- ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতি, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ, বিভিন্ন মেয়াদী পরীক্ষা এবং পাঠ্যক্রম বহির্ভূত শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকেও বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন কিছু কিছু উত্তরদাতা।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

❑ **বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে সমসংখ্যক নারী, বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা দরকার। ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং শিক্ষার্থী-অভিভাবক যোগাযোগ বাড়াতে হবে।**

- জরিপকৃত বিদ্যালয়সমূহে প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে বলে তথ্যপ্রদানকারীগণ মতামত দিয়েছেন। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী এ সকল কমিটিতে যে সংখ্যক সদস্য ও যাদের প্রতিনিধিত্বে কমিটি গঠিত হবার কথা সে বিষয়ে উত্তর সম্পূর্ণ সন্তোষজনক পাওয়া যায়নি।
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন নিয়মিত হয় না বলে মনে করেন অনেক অংশীজন। প্রায় সব বিদ্যালয়ের কমিটিতেই সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নেই বলে মত দিয়েছেন প্রায় সকল উত্তরদাতা।
- জরিপকৃত বিদ্যালয়সমূহে ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী প্রতিনিধিত্ব গড়ে মোট সদস্যের মাত্র এক তৃতীয়াংশ।
- কমিটিতে সংশ্লিষ্ট সদস্যগণের মধ্যে (শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসক ব্যতিত) অধিকাংশ সদস্যই কমিটির সার্বিক কার্যক্রম পরিসর, কার্যক্রমের ধরন, নিয়মিত সভা আয়োজন, আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ, সভার কার্যবিবরণী তৈরি এবং পরবর্তী সভায় বিগত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন না।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম ও আর্থিক বিষয়াদির নিয়মিত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা হয় বলে মতামত পাওয়া গেছে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল ও পর্যবেক্ষণ বা সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো কাঠামোর উপস্থিতি নেই।
- ব্যবস্থাপনা কমিটিতে বিশেষ জনগোষ্ঠী, অভিবাবক বিশেষত মা-দের উপস্থিতি নিশ্চিত করার প্রতি জোর দিয়েছেন অংশীজনেরা।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

❑ **প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া, বাল্য বিবাহ রোধে এবং মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির বিশেষ ভূমিকা রাখা দরকার।**

- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে শিক্ষার্থী, অভিভাবকদের নিয়ে নিয়মিত সমাবেশ আয়োজন করলে ঝরে পড়া এবং বাল্য বিবাহ কমানো সম্ভব বলে অংশীজনেরা অভিমত প্রদান করেন। সভায় মা-দের উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলে মনে করেন অংশীজনেরা।
- একই ভাবে শিশু শ্রমের কারণে বিদ্যালয়ে চিরতরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধেও এ উদ্যোগ সহায়তা করতে পারে।
- ঝরে পড়া রোধে স্থানীয় সমাজ এবং নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
- স্থানীয় অভিজ্ঞতা বলে, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। তারা উদ্যোগী হলে এবং বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির কারণ নিয়মিত অনুসন্ধান করলে ঝরে পড়া এবং বাল্য বিবাহ রোধ করা যাবে।

❑ **বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির বাইরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আরও নিবিড়ভাবে একসাথে কাজ করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আর্থিক বরাদ্দ ব্যবহারে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।**

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাজেট বরাদ্দ, ব্যবহার নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থী অভিভাবক মহাসমাবেশে বিস্তারিত তুলে ধরতে হবে।
- বিদ্যালয়ে আর্থিক হিসাব নিয়মিতভাবে নিরীক্ষা করা প্রয়োজন।

আর্থিক বরাদ্দ

- **অবকাঠামো এবং জলবায়ু পরিবর্তন পরিস্থিতি বিবচনায় রেখে স্থানীয় পর্যায়ে চাহিদাভিত্তিক বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণ করা দরকার।**
  - বর্তমানে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমপরিমাণ বরাদ্দ দেওয়া হয়, যা অপর্যাপ্ত বলেছেন উত্তরদাতারা। এক্ষেত্রে এলাকা ভিত্তিক চাহিদা বিবেচনা করা বিশেষ করে চরাঞ্চলের বিদ্যালয় সমূহে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন মনে করেন শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা।
  - চরাঞ্চল সহ জলবায়ু বিপন্ন অঞ্চল এবং দুর্গম এলাকা গুলোতে বিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও অনুন্নত। ফলে অনেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয় বিমুখ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অনেক উত্তরদাতা। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বিদ্যালয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সংযোগ সড়ক উন্নত করা দরকার বলেছেন স্থানীয় অংশীজনেরা।
  - অনেকে মনে করেন, যদি এই অঞ্চলের শিক্ষকদের জন্য ভালো আবাসিক ব্যবস্থা তৈরি করা যায়, তবে এ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষক উপস্থিতি উন্নত করা সম্ভব।
- **ঝরে পড়া, বাল্যবিবাহ এবং শিশু শ্রম দূর করতে শতভাগ উপবৃত্তি প্রদান এবং মাসিক উপবৃত্তির অর্থের পরিমাণ বাড়ানো দরকার। এক্ষেত্রে দরিদ্র প্রবণ এলাকাসমূহকে এবং দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের বিশেষ বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।**
  - প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি বাংলাদেশে শিক্ষা পরিস্থিতির অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।
  - বর্তমানে প্রাক-প্রাথমিকে শিক্ষার্থীপ্রতি মাসিক ৭৫ টাকা আর প্রাথমিকে মাসিক ১৫০ টাকা দেওয়া হয়। বর্তমান মূল্যস্তর বিবেচনায় তা পর্যাপ্ত নয় বলে জানিয়েছেন অধিকাংশ অংশীজন।
  - ঝরে পড়া রোধে আদিবাসী ও দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা প্রনোদনা দেওয়া দরকার বলে মনে করেন শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা।
  - মৌসুমি ঝরে পড়া রোধে অনুদানের ব্যবস্থা করা দরকার বলেছেন অনেক অংশীজন।

আর্থিক বরাদ্দ

- **প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে, পুষ্টির অভাব দূর করতে এবং দারিদ্র্য প্রবণ এলাকায় শিক্ষার্থীদের স্কুল মুখি করতে দ্রুততর সময়ের মধ্যে মিড-মিল ব্যবস্থা চালু করা দরকার।**

  - বর্তমানে সামাজিক নিরীক্ষার অন্তর্গত কোন বিদ্যালয়েই কোন ধরনের ফিডিং কার্যক্রম নেই। এতে দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা স্কুল বিমুখ হয়ে শিশু শ্রমের দিকে ঝুঁকছে বলে জানিয়েছেন অনেক উত্তরদাতারা।
  - মিড-ডে মিল ব্যবস্থা দরিদ্র পরিবারের বিদ্যালয়গামী শিশুদের ক্ষুধা এবং পুষ্টির অনিশ্চয়তা দূরীকরণের পাশাপাশি সন্তানদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করতে অভিভাবকদেরও উৎসাহিত করবে বলে মনে করেন শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা।
  - আগের গবেষণায় দেখা গেছে মিড-ডে মিল পুষ্টি লাভ এবং ঝরে পড়া রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের শিখন ফলাফলেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।
  - সরকার বর্তমানে দরিদ্র পীড়িত অঞ্চলে মিড-ডে মিল চালু করার কথা ভাবছে। পরবর্তী প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচীর (পিইডিপি) অংশ হিসেবে, প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল বাধ্যতামূলক করা উচিৎ।
  - এক্ষেত্রে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং অভিভাবকদের সরাসরি অংশগ্রহণে মিড-ডে মিলের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা করতে হবে। এ বিষয়ে দ্রুত একটি গাইডলাইন তৈরী করা প্রয়োজন যা পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে পরবর্তী পিইডিপি'র আগেই বাস্তবায়ন করতে হবে।

পরিশেষে

- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণত স্থানীয় নাগরিকদের সন্তান শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।
- স্থানীয় নাগরিকদের সম্পৃক্ত করে বিদ্যালয় পরিচালনা বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো খুঁজে বের করা এবং তার সমাধানের পথ নির্ধারণ করলে সরকারি বিনিয়োগ থেকে নাগরিকরা আরও ভালো পরিসেবা পেতে পারেন।
- এ লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে স্থানীয় নাগরিকদের দ্বারা সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা একটি কার্যকর পদক্ষেপ হতে পারে।
- এর মাধ্যমে চাহিদা ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ, বাজেট বরাদ্দ বণ্টন এবং কার্যকর সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা আরও সহজ হবে।
- এ উপস্থাপনায় যে সুপারিশগুলো পেশ করা হয়েছে তা ভবিষ্যতের পিইডিপি'র কৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা রাখি।

ধন্যবাদ

cpd.org.bd cpd.org.bd cpdbd CPDBangladesh